Characteristic features of Gharana.

ঘরানা বা ঘরানাদার গায়কী হিন্দুস্থানী সংগীতের এক নিজস্ব ও প্রমুখ বৈশিষ্ট্য।ঘরানাদার গায়কী অভিজাত সংগীতে এক পরম্পরার জন্ম দিয়েছে।যেখানে রেওয়াজ অর্থাৎ অভ্যাসের কড়া অনুশাসন আছে, সুর লাগানোর নির্দিষ্ট নিয়ম আছে স্বেচ্ছাচার নেই।অর্থাৎ সুর, রাগের বঢ়হত, তাল বা ছন্দের প্রকাশ ভঙ্গির বৈচিত্র ঘরানা বিশেষে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।নিম্নে ঘরানার বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচিত হল –

১) সামাজিক পরিবারের মত সংগীতের ঘরানা শুধুমাত্র আত্মজনদের নিয়ে গঠিত নাও হতে পারে। ঘরানায় অনাত্মীয় শিষ্যবর্গও স্বীকৃত।সংগীত সাধক বংশের সঙ্গে শিষ্য প্রশিষ্যদের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি পরম্পরা সৃষ্টি হয়।

২) একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে কোনো আচার্য শিষ্যমণ্ডলী গঠনের ফলে এবং কয়েক পর্যায় যাবৎ চর্চায় ঐতিহ্য স্থাপিত হয়ে থাকে।সেই আচার্য গণ্য হন ঘরানার প্রবর্তক রূপে।

৩) একই সংগীতপীঠে পর্যায়ক্রমে অনুশীলনের ফলে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে। রাগবিদ্যা অভিন্ন হলেও স্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে।বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে সেই সেই সূত্রে পার্থক্য সূচিত হয়।এক একটি ঘরানা বিশিষ্ট্য রীতি বা চাল বা ঢঙ্গের গায়ন বা বাদ্যরীতির জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকে।সেই হিসেবে ঘরানা শুধু সংগীতসিদ্ধ বংশ তথা শিষ্য পর্যায় নয়, একটি স্বতন্ত্র্য পরম্পরাও।

৪) ঘরানার অন্যতম লক্ষন ধারাবাহিকতা।কোনো দিকপাল গুণী কৃতি শিষ্যবর্গ গঠন করলেই ঘরানা স্থাপিত হয় না, কয়েকটি প্রজন্ম কিংবা পর্যায়ে রক্ষিত ও বাহিত হওয়াও ঘরানার প্রকৃতি।দু-এক পুরুষে যে সংগীতধারা নিঃশেষিত,তা ঘরানার মর্যাদা লাভ করে না।

৫) ঘরানায় আঞ্চলিকতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।একটি নির্দিষ্ট সাধনধন্য কেন্দ্রেই ঘরানা রূপায়িত হয় পুরুষানুক্রমে। প্রবর্তনের এক পর্যায়ের মধ্যে আমূল স্থানান্তরিত হওয়া ঘরানা রীতি বিরুদ্ধ।সেজন্য দেখা যায় অধিকাংশ ঘরানাই তার প্রবর্তন তথা প্রবর্ধন স্থানের নামে সুপরিচিত।যথা- গোয়ালিয়র ঘরানা, জয়পুর ঘরানা ইত্যাদি।

৬) প্রবর্তন কর্তার ভূমিকা স্মরণীয় বলে কোনো কোনো ঘরানা তার প্রবর্তন কর্তার নামেও সুপরিচিত।যথা-প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা,নিয়ামতউল্লা খাঁ ঘরানা।

৭) একেকটি ঘরানার বিশিষ্ট্য শিক্ষাক্রম অনুসারে শিষ্য গঠন করা হয়ে থাকে।সেজন্য ঘরানা অন্তর্গত গুণীদের সংগীত জীবনের ভিত্তি হয় সুবদ্ধ।তারই ফল স্বরূপ ঘরানাদার গুণীরা সংগীত সমাজে মর্যাদা লাভ করেন।অপরপক্ষে যারা কোনো ঘরানায় তালিম পাননি, তাদের সংগীত জীবনে কঠিন হয় সিদ্ধি এবং স্বীকৃতি অর্জন।

৮) উপরে উল্লেখিত কারণগুলির সমাহারে ঘরানার অনুসঙ্গে একপ্রকার আভিজাত্য প্রকাশ পায়।কয়েক পুরুষের লব্ধ প্রতিষ্ঠ পরিবার যেমন অভিজাত রূপে গণ্য হয়, খানদানী ঘরানাও তেমনি।প্রভেদ এই, সমাজ ক্ষেত্রে আভিজাত্য অনেক সময়েই ধন সম্পদ নির্ভর, কিন্তু সংগীত জীবনে তা গুণ সাপেক্ষ।

৯) ঘরানার ইতিবৃত্তে আরো একটি সত্য লক্ষণযোগ্য,যা ভারতীয় সংগীতেরই বৈশিষ্ট্য।ঘরানাদার গুণীরা নির্দিষ্ট পরম্পরার অনুগামী থাকেন।কিন্তু তা যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি নয়।প্রতিভাবান শিল্পীরা নিজ নিজ সাধনার যোগফলে তাঁদের ঘরানাকে সমৃদ্ধও করেন পর্বে পর্বে।ঐতিহ্য ধারন বহনের সঙ্গে ঘরানার সংগীতচর্চা নব নব ঐশ্বর্য যুক্ত করে দেন।